একক ৫ ❐ বিভিন্ন ধরনের জাতীয় গ্রন্থাগার

গঠন

৫.১ প্রস্তাবনা
৫.২ জাতীয় গ্রন্থাগার
৫.৩ ব্রিটিশ গ্রন্থাগার
৫.৪ 'বিবলিওথেক নেশনেল'
৫.৫ কংগ্রেসের গ্রন্থাগার
৫.৬ জাতীয় কৃষি বিজ্ঞান গ্রন্থাগার (NAL)
৫.৭ জাতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান গ্রন্থাগার (NLM)
৫.৮ ভারতীয় প্রেক্ষাপট
৫.৮.১ জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা
৫.৮.২ জাতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান গ্রন্থাগার
৫.৮.৩ জাতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার
৫.৮.৪ অন্যান্য গ্রন্থাগার
৫.৯ উপসংহার
৫.১০ অনুশীলনী
৫.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ প্রস্তাবনা

সাম্প্রতিক সমাজের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা মেটানোর জন্য আধুনিক সমাজ বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছে। ইউনেস্কোর ষোলোতম সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত (প্যারিস, নভেম্বর ১৩, ১৯৭০) 'গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নির্ণয় সংক্রান্ত প্রস্তাবে' সব ধরনের গ্রন্থাগারের সার্বিক শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। বিশ্বময় গ্রন্থাগার পরিষেবার বিভিন্ন দেশে এতটাই পার্থক্য যে, তাদের কাজের এক সাধারণ বিবরণ দেওয়া ছাড়া ওই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। বছরের পর বছর ধরে সেগুলি ক্রমশ বিশাল আকার ধারণ করলেও পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র ধরনে গড়ে উঠেছে। গ্রন্থাগারের শ্রেণিবিন্যাসের সংশোধন করতে গিয়ে এই নমুনাগুলি ধরা পড়েছে। বস্তুতপক্ষে এসব সংশোধনীগুলি তাদের বিভিন্ন উদ্দেশ্যসহ গ্রন্থাগারের নমুনার শ্রেণিবিন্যাস করবে ঃ

জাতীয়, দেশের সাংস্কৃতিক পরস্পরকে রক্ষা করা ও তাদের প্রচার করার উপায় হিসাবে আদর্শ গ্রহণ করা।

সাধারণ (Public), 'সব জিনিস সকলের জন্য' আপাত অসম্ভব এই নীতি গ্রহণ করা, তবু প্রাথমিকভাবে 'বিনামূল্যে তথ্য সম্প্রচার ও বিনোদনমূলক একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করা।

প্রথাগত, শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে বৃহৎ সমাজের অংশ হিসাবে জ্ঞানের আদানপ্রদান মূলত শিক্ষা/গবেষণার ভূমিকা পালন করা এবং পাঠ্যসূচি/গবেষণা ও ছাত্রদের নিয়ে এক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা।

সবিশেষ, কোনো প্রতিষ্ঠানের গড়ে ওঠা ও উন্নতি করার সঙ্গে সংগতি রেখে তথ্য পরিচালনার মূল সূত্র

হিসাবে কাজ করা, সংগঠনটি জীবন বিমা কোম্পানি, আইন প্রতিষ্ঠান, শিল্প অথবা অন্য যে-কোনো প্রতিষ্ঠান হোক না কেন।

এসব মুখ্য ধরনের বাইরেও অন্য ধরনের গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব আছে। এসব গ্রন্থাগারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন, ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার, চাঁদার সাহায্যে পরিচালিত গ্রন্থাগার ও এধরনের আরও কিছু।

এই বিভাগে চারটি একক আছে, যেখানে বর্তমানে সমাজের বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও তাদের কার্যাবলি১র বিষয়ে আলোচনা আছে। এই এককে জাতীয় গ্রন্থাগারের ধারণা ও কাজের বিবরণ আছে, সেই সঙ্গে সংযুক্ত রাজ্য, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের সবিস্তার বর্ণনা আছে।

৫.২ জাতীয় গ্রন্থাগার

জাতীয় গ্রন্থাগারের একটি জাতীয় দায়িত্ব আছে। যে-কোনো দেশে গ্রন্থাগার পরিষেবার সবচেয়ে শীর্ষস্থানে এর অবস্থান। ইউনেস্কোর সংজ্ঞা অনুযায়ী "কোনো দেশের জাতীয় গ্রন্থাগার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সেই দেশের পুস্তক প্রকাশনার সংগ্রহ গড়ে তোলা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ।" দেশের উপযুক্ত জাতীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা গ্রন্থাগারকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং জাতীয় সরকার তার ব্যয়ভার বহন করে।

১. উদ্দেশ্য ঃ জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যকে নিম্নলিখিত ধরনে ব্যক্ত করা যায় ঃ

(ক) জাতীয় যাবতীয় মুদ্রিত সম্পদের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ;

(খ) নিজের দেশের গ্রন্থপঞ্জী বিষয়ক পরিষেবা পরিবেশন করা ;

গ) প্রয়োজনমতো জাতীয় সাম্প্রতিক গ্রন্থপঞ্জি তৈরির ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া ;

ঘ) বৈদেশিক উপাদন সংগ্রহ করার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা না থাকলে তা গ্রহণ করা।

২. সংগ্রহ ঃ জাতীয় গ্রন্থাগারের সনাতনী নমুনায় জাতির বৌদ্ধিক ক্রিয়াকর্মের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ভাণ্ডার গড়ে তোলার বৈশিষ্ট্য ও ব্যস্ততাই অন্যান্য গ্রন্থাগারের তুলনায় জাতীয় গ্রন্থাগারকে মৌলিক স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। এই কাজটি ছিল যতদূর সম্ভব বিশাল ও ব্যাপক। কিন্তু নবাগতদের আগ্রহ হল সাম্প্রতিক প্রকাশনা ও কাজচলার মতো সংগ্রহ গড়ে তোলা। তাদের উদ্দেশ্য হল তাৎক্ষণিক ব্যবহার, চিরকালীন সংগ্রহ গড়ে তোলার জন্য তাদের বিন্দুমাত্র উদ্‌বেগ নেই। তারা অবশ্য এখনও নিজেদের দেশের উল্লেখযোগ্য প্রকাশনগুলি ও সেই সঙ্গে বিদেশে মুদ্রিত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি সংগ্রহ করতে চেষ্টা করে।

৩. কার্যাবলি ঃ জাতীয় গ্রন্থাগারকে জাতীয় সাংস্কৃতিক পরম্পরার জাদুঘর বলা যায়। একে সর্বদা প্রাণবন্ত গ্রন্থাগার আন্তর্জালের সঙ্গে জৈবিকভাবে যুক্ত করা উচিত যাতে সেখানে গতিসঞ্চার করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও গতিশীল করতে পারে। এটি এমন শীর্ষ হওয়া উচিত নয় যার কোনো ভিত্তিভূমি থাকবে না। যেভাবেই উদ্ভব হোক না কেন, উন্নয়নশীল দেশে জাতীয় গ্রন্থাগারকে দেশের সমুদয় গ্রন্থাগারের নেতৃত্বভার নিতে হবে। জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যাবলিকে সংক্ষেপে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. সংগ্রহ, উন্নতি ও সংরক্ষণ ঃ

(i) জাতীয় সাহিত্যের কেন্দ্রীয় ও উল্লেখনীয় সংগ্রহের রক্ষক হিসাবে ভূমিকা পালন করা ;

(ii) কপিরাইট অথবা আইন বলে দেশের সবরকম মুদ্রিত বস্তু গ্রহণ করা ;

(iii) মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে সারা বিশ্বে যেসব নতুন বই প্রকাশ পাচ্ছে সেগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ;

(iv) বিশেষ ধরনের দ্রব্যসম্ভার যেমন ফটো, শব্দ রেকর্ডিং, সংগীত সৃষ্টি, খোদাই চিত্র, স্মারক এবং এই জাতীয় জিনিস যেগুলি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থান ইতিমধ্যে সংগ্রহ করেনি, সেগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা ;

(v) দুর্লভ দলিল, যেমন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা ;

(vi) ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জাতীয় বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পরম্পরা রক্ষা করা।

খ. জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ করা

গ. ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া

ছাপানো ক্যাটালগ, বিশেষ গ্রন্থপঞ্জি, কেন্দ্রীয় গ্রন্থপঞ্জি, সূচক এবং এ জাতীয় যাবতীয় উপাদানের মাধ্যমে সংগৃহীত গ্রন্থ, সাময়িক পত্র ও অন্যান্য বিষয়ের সমাচার সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার জন্য সবরকমের প্রয়াস চালানো।

ঘ. পাঠক পরিষেবা

(i) গ্রন্থাগারের ভেতরে পাঠক, গবেষক জ্ঞানপিপাসু ছাত্র ও লেখকরা যাতে বসে পড়তে ও আলোচনা করতে পারে তার সুবিধা করে দেওয়া ;

(ii) সহায়ক পুস্তক, পুস্তক সম্বন্ধীয় ইতিহাস ও বিবরণ সম্বলিত সংবাদ সরবরাহ করা ;

(iii) বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে বই ধার দেওয়ার জাতীয় কেন্দ্র হিসাবে ভূমিকা পালন করা। এখানে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যের সর্ববৃহৎ সংগ্রহ আছে। সমগ্র দেশের বিবলিওগ্রাফিকাল সংবাদের কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসাবে কাজ করার এটাই উপযুক্ত সংস্থা এবং এর জন্য অন্য সব গ্রন্থাগারের পরিপোষক হিসাবে ধারে বই দিয়ে সাহায্য করার জাতীয় কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা এর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

(iv) সরকার, ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানদের বিশেষ ধরনের পরিষেবা দেওয়া উচিত। যেমন প্রযুক্তিগত প্রশ্নের উত্তর ও অনুরুদ্ধ হলে বিশেষ ধরনের বিবলিওগ্রাফি প্রস্তুত করে দেওয়া।

ঙ. আনুষঙ্গিক কাজ

আরও অনেকরকম আনুষঙ্গিক কাজ আছে, যেমন,

(i) আন্তর্জাতিক স্তরে পুস্তক বিনিময় ;

(ii) অন্যান্য গ্রন্থাগারদের পরামর্শ প্রদান ;

(iii) পুস্তক সংগ্রহ, ডকুমেন্টশন ও অটোমেশন নীতির মধ্যে জাতীয় স্তরে সামঞ্জস্য বিধান ;

(iv) আঞ্চলিকতার গণ্ডী ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করা।

নিচের লেখা থেকে বোঝা যাবে যে যেকোনো দেশে জাতীয় গ্রন্থাগার (অথবা যদি কাজগুলি অনেক গ্রন্থাগারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় তবে সেই সব গ্রন্থাগারগুলি) কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে সংবাদ ও তথ্যানুসন্ধান করবে এবং সাধারণের মঙ্গালের জন্য গ্রন্থাগার পরিষেবা দিয়ে থাকবে।

বিশ্ব জুড়ে জাতীয় গ্রন্থাগারের ঘোষিত উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনোরকম ঐকমত্য নেই, বরং একগুচ্ছ উদ্দেশ্যের উল্লেখ আছে। বিভিন্ন ধরনের জাতীয় গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি। ওদের কাজের ধারা, বিষয়সূচি বা বিশেষ ধরনের গোষ্ঠী হিসাবে শ্রেণিবিভাগ করা যায়। তাদের পরিষেবার ধরন বা উপাদানের প্রকৃতির জন্যও পার্থক্য সূচিত হয়। চার্লস এ. গুডরাম তিনটি পৃথক সত্ত্বায়

তাদের ভাগ করেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগার তিনটি সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের ভাগ হতে পারে, প্রথমটিকে বলা যায় প্রথম প্রজন্ম। ১৮০০ খ্রি. অথবা তারও আগে যেসব ঐতিহ্যগত বা ক্লাসিক জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলি প্রথম প্রজন্ম হিসাবে টিকে আছে। দ্বিতীয় প্রজন্মের জাতীয় গ্রন্থাগারগুলি নেপোলিয়নের যুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেসব গ্রন্থাগারগুলি সাধারণ পাঠকদের মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ সঞ্চার করেছে ও তাদের গর্বিত করেছে। তৃতীয় প্রজন্মের জাতীয় গ্রন্থাগার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে শুরু হয়। জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রকৃতি বিষয়ে আলোচনা করার আগে তার প্রেক্ষাপটের বিষয়ে উল্লেখ করা হল।

৫.৩ ব্রিটিশ লাইব্রেরি

ব্রিটিশ গ্রন্থাগার ক্লাসিক জাতীয় গ্রন্থাগারদের মধ্যে অন্যতম। এটি সংযুক্ত রাজ্যের জাতীয় গ্রন্থাগার। ১৯৬০-এর দশকে ক্রমশ বেশি করে বোঝা যাচ্ছিল যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন কোনো উপযুক্ত গ্রন্থাগার দেশে নেই। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অবশ্য ছিল, কিন্তু তাদের ওপর অনেক দায়িত্বের বোঝা থাকলেও তাদের নিজেদের মধ্যে সেরকম যোগাযোগ ছিল না। এই সমস্যার সমাধানে সরকারের বিবেচনার ফলে 'ব্রিটিশ লাইব্রেরির' সৃষ্টি। দেশে একটি জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এটির পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনের জাদুঘরই ছিল সেখানকার জাতীয় গ্রন্থাগার। তাই ব্রিটেনের জাতীয় গ্রন্থাগারের কাহিনীর সূত্রপাত ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মাধ্যমে।

১. প্রেক্ষাপট

ব্রিটেনের সংসদের পাশ করা আইনের সাহায্যে ১৭৫৩ খ্রি. ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা হয়, স্যার রবার্ট কটন, দুজন হার্লে, অক্সফোর্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় আর্ল এবং স্যার হ্যানস্ স্টোনের সংগ্রহকে একত্রিত করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। ১৭৫৯ খ্রি. মন্টেগু-গৃহে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের উদ্বোধন হয়। ১৭৫৭ খ্রি. রাজপ্রাসাদের গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলিও এর সঙ্গে যোগ করা হয়। তৃতীয় জর্জের গ্রন্থাগার এর সঙ্গে যোগ হয় ১৮২০ খ্রি.। ১৮৩৭ খ্রি. পানিজীকে 'মুদ্রিত গ্রন্থের রক্ষক' নিযুক্ত করা হয়। তিনি এই গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক পরিকাঠামো ঢেলে সাজান। এখানে প্রবেশের জন্য কিছু আচরণবিধি তৈরি করা হয়। ১৮৮১ খ্রি. ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ক্যাটালগ তৈরির কাজ শুরু হয় এবং তা সমাপ্ত হয় ১৯০৫ খ্রি.।

১৯৬৭ খ্রি. প্যারির প্রতিবেদন নামে পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিটির 'গ্রন্থাগার বিষয়ক কমিটি' দেখে একটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার 'প্রকৃত শীর্ষ প্রতিষ্ঠান' হিসাবে 'ব্রিটিশ জাতীয় গ্রন্থাগার' প্রতিষ্ঠার জন্য জোরালো প্রস্তাব পেশ করে। তারপরই শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক স্বরাষ্ট্র সচিব (Secretary of State) এফ্. এস্. ডায়েনটন-এর সভাপতিত্বে বিভিন্ন জাতীয় গ্রন্থাগারের বিষয় পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯৬৯ খ্রি. ডায়েনটনের প্রতিবেদন প্রকাশ পায়। সেখানে জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য একটি কর্তৃপক্ষ গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। গ্রন্থাগার সংঘ ডায়েনটন প্রতিবেদনকে কার্যকরী করার জন্য জোরালো আবেদন করে ; ১৯৭২ সালে সংসদ ব্রিটিশ লাইব্রেরি অ্যাক্ট পাশ করে, এবং ১৯৭৩ এর জুলাই মাসে মিউজিয়াম থেকে গ্রন্থাগার বিভাগকে পৃথক করে অন্যান্য গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত করে 'ব্রিটিশ লাইব্রেরি'র সূচনা হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি, বিজ্ঞান ও আবিষ্কার বিষয়ক জাতীয় সহায়িকা গ্রন্থাগার, জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক ধারে বই দেবার জাতীয় গ্রন্থাগার ও ব্রিটিশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি এসব গ্রন্থাগারকে একসূত্রে বেঁধে ব্রিটিশ গ্রন্থাগার পর্ষদ-এর ছত্রছায়ায় আনা হয়। শুরুতে ব্রিটিশ লাইব্রেরির তিনটি বিভাগ ছিল, সহায়িকা পুস্তক, বইখানি দেবার বিভাগ ও গ্রন্থপঞ্জি পরিষেবা বিভাগ।

২. সংগঠন ও পরিষেবা

ব্রিটিশ লাইব্রেরি সমাচার নং ১/২, নভেম্বর/ডিসেম্বর, ১৯৮৫-তে উল্লেখ করার মতো এই গ্রন্থাগারের পরিকাঠামোতে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। এখানে এখন ৫ ধরনের পরিষেবা চালু আছে ঃ

(১) কলা ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগে ব্রিটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগার, সেই সঙ্গে ভারত অফিস গ্রন্থাগার ও নথিপত্র, জাতীয় শব্দ আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার সঙ্ঘের গ্রন্থাগারগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই বিভাগের পাঁচটি ইউনিট আছে ঃ সংগ্রহের উন্নতিকরণ, জনগণের কাছ থেকে সংগ্রহ, বিশেষ সংগ্রহ, শব্দ আর্কাইভ এবং সংরক্ষণ পরিষেবা।

(২) গ্রন্থপঞ্জি পরিষেবা বিভাগে আছে, ব্রিটিশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ, গ্রন্থপঞ্জির মুদ্রণ ও মাইক্রোফিল্ম প্রস্তুতকরণ। এটি BLAISE-এর মাধ্যমে কাজ করে। (ব্রিটিশ লাইব্রেরি অটোমেটেড ইনফরমেশন সার্ভিস), যার দু-ধরনের কাজ আছে ঃ BLAISE LINE-যা সংযুক্ত রাজ্য কম্প্যুটার ব্যবহার করে ও BLAISE-LINK যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কম্প্যুটার ব্যবহার করে। দ্বিতীয়টি সংযুক্ত রাজ্য থেকে ভেষজ সম্বন্ধীয় জাতীয় গ্রন্থাগারের তথ্যকেন্দ্রের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

(৩) **বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও শিল্প বিভাগে** তথ্য জোগান কেন্দ্র (পূর্ববর্তী পুস্তক ঋণ দেবার বিভাগ), বিজ্ঞান সহায়িকা ও তথ্য পরিষেবা (পূর্ববর্তী বিজ্ঞান সহায়িকা গ্রন্থাগার) বিভাগগুলি অন্তর্ভুক্ত। এই বিভাগটি শুধু বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও শিল্পে পরিষেবা দিয়েই ক্ষান্ত থাকে না, কলা ও সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানসমূহকে নথিপত্রের জোগান দিয়ে থাকে। এছাড়া মনে রাখতে হবে যে যারা পাঠকক্ষে বসে পড়াশোনা করতে চায় তাদের জন্যও BLDSC ব্যবস্থা করে থাকে এবং তাদের বিপুল সংগ্রহের মধ্যে আছে বিভিন্ন গ্রন্থের সারাৎসার। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের সূচক/গ্রন্থপঞ্জি, সহায়ক গ্রন্থ এবং মূল সংগ্রহের অংশবিশেষ।

(৪) **ব্রিটিশ লাইব্রেরি গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ** গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত ছিল। অনুমোদিত গবেষণা প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ, এবং গবেষণা পত্র ও অর্থ বরাদ্দকৃত প্রকল্পের প্রতিবেদন প্রকাশ করা ছিল এর কাজ। কনফারেন্স, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে গবেষণা পত্রসমূহের বিচারবিশ্লেষণের ব্যবস্থা করা হত।

(৫) **ব্রিটিশ লাইব্রেরির কেন্দ্রীয় প্রশাসন** অন্যান্য বিভাগ ও শাখা যেমন কর্মচারী, প্রশিক্ষণ, প্রশাসন, উপস্থাপন ও আইনি পরিষেবার সঙ্গে সংবাদপত্র ও জনসম্পর্ক দপ্তরকে সহায়তা দান করে থাকে।

ব্রিটিশ লাইব্রেরি ও দেশের নাগরিক ও বিদেশি দর্শনার্থী ও প্রতিনিধিদের নানা ধরনের পরিষেবা দিয়ে থাকে। তাদের কাজের গুণগত মান এবং কাজের পরিধির বিষয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে।

৫.৪ বিবলিওথেক নেশনেল (Bibliotheque Nationale)

ফরাসি বিপ্লবের আগে পর্যন্ত বিবলিওথেক নেশনেল বিবলিওথেক দ্য রই নামে পরিচিত ছিল এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সঙ্গে এটাও বিশ্বের বৃহত্তম গ্রন্থাগার হিসাবে গণ্য হত। প্রথম ফ্রান্সিস রাজপরিবারের সমস্ত সংগ্রহ ফঁতেব্লুতে (fontainebleau) একত্রিত করেন। নবম চার্লস এই সব সংগ্রহ প্যারিসে স্থানান্তরিত করেন। চতুর্দশ লুই (১৬৪৩-১৭১৫) গ্রন্থাগারটিকে আরও বড় করেন। এইসব প্রচেষ্টা বিবলিওথেক নেশনেল-এর ভিত্তিকে আরও শক্ত করে। ১৬৯২ খ্রি. সপ্তাহে দুই দিনের জন্য গ্রন্থাগারটি জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। ১৭৮৯ খ্রি. বিপ্লবের পর চার্চ ও প্যারিস থেকে বাজেয়াপ্ত করা গ্রন্থগুলি দিয়ে এক পরিসর বৃদ্ধি করা হয়। নেপোলিয়নের

বিজয়ের পর গ্রন্থাগারে আরও বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ যোগ করা হয়। সরকারি ব্যবস্থাপনা, আইনমাফিক সংগ্রহ, দান ও উইলের মাধ্যমে প্রাপ্ত গ্রন্থের সাহায্যে ফ্রান্সের এই সাধারণ গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে।

১. সংগঠন ও পরিচালনা

বিবলিওথেক নেশনেলের প্রশাসক সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রশাসক হিসাবে বিগত ৩০ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন, কিন্তু জুলাই ১৯৭৫ সালে বিচারকের একটি রায়ে ফরাসি বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনার দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তারপর ১৯৮৩ সালের ২২ মার্চের একটি অধ্যাদেশের ফলে গ্রন্থাগার প্রশাসনিক পরিকাঠামোর বিস্তর পরিবর্তন হয়। বিবলিওথেক নেশনেল অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য থাকা সাংস্কৃতিক মন্ত্রীর অধীনস্ত একটি সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান।

২. উদ্দেশ্য

অধ্যাদেশ বর্ণিত গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যগুলি হল ঃ

জাতীয় প্রকাশনের সংগ্রহ, ক্যাটালগ প্রস্তুতকরণ, সংরক্ষণ এবং জাতির আগ্রহ থাকা বিষয়ের পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা, দুর্লভ পুঁথি, শ্রবণ-দর্শনের দ্রব্যসমূহের সংগ্রহ ও বিন্যাস এবং বিশ্বকোষ শ্রেণির বিন্যাসকরণ ও কলা বিষয়ক গবেষণা।

৩. সংগ্রহ

এই গ্রন্থাগারের ব্যয়ভার সংস্কৃতি দপ্তর বহন করে থাকে। ক্রয় করা ছাড়াও দান ও উইলের মাধ্যমে প্রাপ্ত এবং তথ্যাদি বিক্রয়ের দ্বারাও এর সংগ্রহ বৃদ্ধি করা যায়। গ্রন্থাগারের সঞ্চয়ে থাকা গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির কথা মুদ্রিত ক্যাটালগে উল্লেখ করা আছে। তারমধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল Catalogue General des Livre Imprimes। গর্ব করার মতো বৈচিত্র্যময় সংগ্রহের মধ্যে মিশরের প্রাচীনস গ্রন্থ Prisse papyrus এই গ্রন্থাগারে আছে, লোক বিশ্বাস মতে যা নাকি ২৮৮০ খ্রি. পূর্বাব্দে রচিত হয়েছিল।

৪. পরিষেবা

এই গ্রন্থাগারের পরিষেবার মধ্যে আছে, জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি, সংগ্রহ, ধারে বই দেওয়া, বিনিময়, ফটোগ্রাফি এবং সংরক্ষণ। স্নাতকোত্তর বিভাগের গবেষণার জন্য এটি উন্মুক্ত। সহায়ক গ্রন্থবিভাগে আছে সাধারণ সহায়ক গ্রন্থ, গ্রন্থপঞ্জি ও ক্যাটালগ। এখানে ফটোকপি, মাইক্রোফিল্ম ও অন্য ধরনের পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা ও সুবন্দোবস্ত আছে।

এছাড়া গ্রন্থাগারের বই ঋণ দেবার একটি বিভাগ আছে, সেখানে তার নিজস্ব সংগ্রহ এবং ১৯৮০ সাল থেকে আইনসিদ্ধভাবে সংগৃহীত সব ধরনের গ্রন্থ আছে। এর কাজ হল IFLA-র বিশ্বজোড়া মুদ্রণের নীতি অনুযায়ী সমস্ত প্রকাশনাকে ফ্রান্সের ভেতরের ও বাইরের সমস্ত গ্রন্থাগারকে ফরাসি দেশের সমস্ত প্রকাশিত গ্রন্থের জোগান দেওয়া।

৫. নির্দিষ্ট কর্মসূচি

এই গ্রন্থাগারের তিনটি প্রধান কর্মসূচি আছে। একটি বাড়তি নির্মাণ কার্যের দ্বারা এর পরিসর বৃদ্ধি করা, মাইক্রোকপি ও deacidification-এর বিশাল কর্মকাণ্ডের দ্বারা এর সংগ্রহকে সুরক্ষা করা এবং তাদের পাঠক, কর্মচারী ও অন্যান্য গ্রন্থাগারের জন্য একটি নতুন অন-লাইন গ্রন্থপঞ্জির তথ্য পরিসংখ্যানের ভিত্তিভূমি তৈরি করা। গ্রন্থাগারটি অতীত থেকে মেশিনের সাহায্যে ক্যাটালগকে পাঠযোগ্য করে তুলবার জন্য রূপান্তরের কাজে হাত দিয়েছে।

৫.৫ কংগ্রেসের গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারদের মধ্যে যদি কোনোটি শ্রেষ্ঠ হয় তবে সেটি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় গ্রন্থাগার এবং সেই সঙ্গে সেটি জাতীয় সংসদেরও গ্রন্থাগার। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম গ্রন্থাগার, যেটি ১৯৭৫ সালে তার প্রতিষ্ঠান ১৭৫তম বর্ষ উদ্‌যাপন করেছে, যদিও এর উৎপত্তি আরও আগে হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে। কংগ্রেসের গ্রন্থাগারটি মোটে ৩০০০ গ্রন্থের সংগ্রহ নিয়ে ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি থমাস জেফারসন গ্রন্থাগারের বিষয়ে সক্রিয় আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু ১৮১৪ খ্রি. ব্রিটিশ সৈন্য যখন ওয়াশিংটনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, গ্রন্থাগারটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরের বছর জেফারসন তার নিজস্ব মূল্যবান সংগ্রহ দিয়ে কংগ্রেসের গ্রন্থাগারটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম প্রথম গ্রন্থাগারের উন্নতি ছিল খুবই শ্লথ। শুরুতে প্রধানত কংগ্রেসের অনাগ্রহই ছিল এর জন্য দায়ী। ১৮৪৬ সালে স্মিথসনের সংগ্রহ অধিগ্রহণ করার পর জাতীয় গ্রন্থাগার হিসাবে গড়ে তোলার সুযোগ এসে যায়। ১৮৭০ সালের পর থেকে এটি 'কপিরাইটের' পূর্ণ সুবিধা ভোগ করতে থাকে ও দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। হার্বার্ট পুটনাম ১৮৯০ সালে কংগ্রেসের গ্রন্থাগারিক হিসাবে কাজে যোগ দেন এবং তার নির্দেশনায় গ্রন্থাগারটি ক্যাটালগ প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয়করণের উদ্যোগ গ্রহণ করার মাধ্যমে জাতীয় গ্রন্থাগার হিসাবে পরিপুষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

১. সংগঠন ও পরিষেবা

কংগ্রেসের গ্রন্থাগারের আটটি প্রধান বিভাগ আছে ঃ (i) গ্রন্থাগারিকের দপ্তর, (ii) ব্যবস্থাপনা পরিষেবা, (iii) কংগ্রেসের গবেষণা পরিষেবা, (iv) গ্রন্থস্বত্ব অফিস, (v) আইন গ্রন্থাগার, (vi) বিন্যাসকরণ পরিষেবা, (vii) গবেষণা পরিষেবা, (viii) জাতীয় কর্মসূচি ঃ প্রতিটি বিভাগের আবার আন্তর্বিভাগ ও শাখা বিভাগ আছে।

(i) **গ্রন্থাগারিক** হলেন মুখ্য প্রশাসক। তিনি রাষ্ট্রপতির দ্বারা সরাসরি নিযুক্ত হন। তাকে পেশাগতভাবে দক্ষ এবং শিক্ষিত ব্যক্তিরা সহযোগিতা করে থাকেন।

(ii) **ব্যবস্থাপনা**, গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক সহায়তা দিয়ে থাকে। যান্ত্রিক ব্যবস্থা, ব্যবস্থাপনা পরিষেবা, কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক ও ফটো পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা এই বিভাগের অন্তর্গত।

(iii) কংগ্রেসের গবেষণা পরিষেবা কংগ্রেসের সদস্যদের জন্য ব্যক্তিদের সহায়ক সেবা দিয়ে থাকে।

(iv) **'কপিরাইট'** বিভাগ গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণের সমুদয় দাবি পঞ্জীয়নভুক্ত করে থাকে। গ্রন্থস্বত্ব দেশের ব্যবসায়ী ও অন্যান্য বিষয়ের নিরাপত্তা বিধান করে। এটি লেখক, সংগীতজ্ঞ, শিল্পী ও এধরনের আরও অনেকের সেবা করে, যারা বিশ্বাস করে যে 'কপিরাইট' ব্যবস্থা তাদের বৌদ্ধিক উৎপাদনের নিরাপত্তা দেবে।

(v) **আইন গ্রন্থাগার** কংগ্রেস ও পুরো কেন্দ্রীয় সরকারকে আইন সম্বন্ধীয় সহায়িকা পুস্তকের যোগান দিয়ে পরিষেবা দিয়ে থাকে।

(vi) **বিন্যাসকরণ** বিভাগে সংগ্রহ ও সাগরপারের কাজ দেখাশোনার করার দায়িত্বে থাকা ডিরেক্টরের দপ্তর এবং বিন্যাস প্রক্রিয়াকরণ আন্তর্জাল ও স্বয়ংক্রিয় পরিকল্পনা বিভাগের ডিরেক্টরের অফিস অন্তর্ভুক্ত। কংগ্রেসের গ্রন্থাগার তার বিপুল সংগ্রহের বিন্যাসকরণের জন্য নিজস্ব প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি গড়ে তুলেছে।

(vii) গবেষণা পরিষেবার মধ্যে আছে শিল্প সৃষ্টি বিভাগ, অঞ্চলভিত্তিক পর্যালোচনা, সাধারণ সহায়িকা, বিশেষ সংগ্রহ এবং 'স্কলার' ও পেশাদার পাঠকদের জন্য সংগ্রহ।

(viii) জাতীয় কর্মসূচি বিভাগে আছে আমেরিকার জনজীবন চর্চা কেন্দ্র, শিশুসাহিত্য কেন্দ্র, অন্ধ বা শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের পরিষেবার জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার, শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করার জন্য জনসংযোগ বিভাগ, প্রদর্শনীর অফিস, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কমিটির সমাচার অফিস এবং প্রকাশন অফিস। এটি আরও কিছু বাড়তি কাজ সম্পাদন করে যার ফলে গ্রন্থাগারের সম্পদ ও কর্মধারার উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণে সুবিধা হয়।

২. কর্মসূচি ও কর্মধারা

১৯০১ সাল থেকে কংগ্রেসের গ্রন্থাগার যখন অন্যসব গ্রন্থাগারদের মধ্যে কার্ড বিলি শুরু করে তখন থেকে আমেরিকার গ্রন্থাগারদের কেন্দ্রীয় ক্যাটালগিং-এর কার্যবাহী প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে এসেছে। কার্ড বিলি করার ব্যাপারটি পরবর্তী সময়ে ক্যাটালগিং-এর তথ্য পরিসংখ্যার বিশ্লেষণ বিষয়ে পরিবর্ধিত করা হয়। এর মধ্যে প্রুফ্‌শীট (Proof Sheet), মুদ্রিত ক্যাটালগ, MARC (Machine Readable Cataloguing) টেপ এবং CIP (Cataloguing in Publication) পরিসংখ্যা অন্তর্ভুক্ত। এতসব বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

১. জাতীয় কেন্দ্রীয় ক্যাটালগ (NUC)

কংগ্রেসের গ্রন্থাগারের লেখক সূচির জায়গায় কেন্দ্রীয় সূচি প্রবর্তন করা হয়, একটি বিস্তারিত লেখক সূচি কংগ্রেসের গ্রন্থাগারের মুদ্রিত কার্ডের সঙ্গে অপরাপর আমেরিকার গ্রন্থাগারের পাঠানো শিরোনাম (বিভিন্ন হার্ড কপি ও মাইক্রোফিচের [microfiche] মিশ্রণ এর সঙ্গে বিভিন্ন প্রকাশন সংস্থার পাঠানো ১৯৫৩-১৯৮২ সময় জুড়ে যুক্ত বাৎসরিক গ্রন্থসম্ভার)। ১৯৮৩ সাল থেকে কংগ্রেসের গ্রন্থগার জাতীয় কেন্দ্রীয় সূচি শুধুমাত্র মাইক্রোফিচ হিসাবে প্রকাশ করেছে। বই ও জাতীয় কেন্দ্রীয় সূচি, আমেরিকার বই প্রতিমাসে বিস্তৃত সূচিতে প্রকাশ করা হয় যেখানে লেখকের নাম, শিরোনাম, বিষয় ও ধারাবাহিকতার উল্লেখ থাকে।

২. প্রকাশনের ক্যাটালগিং (CIP)

কংগ্রেসের গ্রন্থাগারের দ্বারা ১৯৭১ সালের ১লা জুলাই এই প্রকল্পটির সূত্রপাত হয়েছিল। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসন বিষয়ক সূচির সংবাদ প্রকাশনের মধ্যেই থাকতে হবে। এর মধ্যে কংগ্রেসের গ্রন্থাগার ও আমেরিকার প্রকাশন সংস্থার মধ্যে একটি সহযোগিতার সম্পর্ক দেখা যায়। প্রকাশকরা তাদের প্রকাশিত বই-এর সংগ্রহ ও একটি CIP পরিসংখ্যানের Sheet কংগ্রেসের জমা দেয় যেখানে এই তথ্যগুলি স্বাভাবিক ক্যাটালগিং চ্যানেলে বিশ্লেষিত হয়। ক্যাটালগের পরিসংখ্যানসমূহ কংগ্রেসের গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ বিভাগ তৈরি করে। CIP পরিসংখ্যান বই-এর মলাটের উল্টোপিঠে দেখানো হয়।

৩. কংগ্রেসের গ্রন্থাগারের MARC ব্যবস্থা

১৯৫০-এর দশকের শেষের দিকে কংগ্রেসের গ্রন্থালয় তাদের ঘরোয়া কর্মকাণ্ডে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনার বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করে। Council on Library Resources থেকে অনুদান পেয়ে কংগ্রেসের গ্রন্থাগার জানুয়ারি ১৯৬৬-তে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প শুরু করে যে, কংগ্রেসের গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে Cataloguing data in machine readable form কতটা বাস্তবসম্মত ও যুক্তিযুক্ত হবে। পরীক্ষামূলক বই পদ্ধতির নাম হয় MARC। এই প্রকল্পের ফল খুবই আশাব্যঞ্জক হয়েছিল। MARC কাঠামোর আদিরূপকে পরিশুদ্ধ করে বই-এ ব্যবহারের জন্য বর্তমানে MARC II করা হয়েছে। বিগত বছরগুলিতে কংগ্রেসের গ্রন্থাগার বই ছাড়াও অন্য ধরনের দ্রব্যের জন্য MARC নমুনা গড়ে তুলেছে।

৫.৬ জাতীয় কৃষিবিজ্ঞান গ্রন্থাগার (NAL)

আমেরিকার কৃষি দপ্তরের অধীনে জাতীয় এই গ্রন্থাগারটি মেরিল্যান্ডে অবস্থিত। ১৮৬২ খ্রি. Organic Act-এর দ্বারা এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জৈব আইনের মুখ্য উদ্দেশ্যের বিষয়ে বলা হয়েছিল যে, "কৃষি বিষয়ক অতিসাধারণ ও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা ও আমেরিকার জনগণের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়া।"

বর্তমান গ্রন্থাগারটির সূচনা হয়েছিল সংযুক্ত রাষ্ট্রের পেটেন্ট অফিসের কৃষি বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা ১০০০টি গ্রন্থের সাহায্যে। ২৩শে মার্চ, ১৯৬২ থেকে গ্রন্থাগারটি জাতীয় গ্রন্থাগারের মর্যাদা পেয়েছে।

১. সংগ্রহ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের সব গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা এবং বিভাগীয় অর্থানুকূল্যে সংগঠিত গবেষণার প্রতিবেদনগুলি এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু এই গ্রন্থাগার ১২০টিরও অধিক দেশে থেকে প্রায় ৫০টি ভাষায় প্রকাশিত বই সংগ্রহ করে থাকে। গ্রন্থাগারের ভাঁড়ারে ২ মিলিয়ন গ্রন্থ ও অন্যান্য উপাদান যেমন, মানচিত্র, পাণ্ডুলিপি, সরকারি দস্তাবেজ, সফটওয়ার, শ্রবণ-দর্শন ও অন্যান্য ডিস্ক উপাদানসমূহ আছে।

২. কার্যাবলি ও পরিষেবা

গ্রন্থাগারের কার্যাবলি দুইটি মূল সাংগঠনিক বিভাগে বিভক্ত। সমৃদ্ধিকরণ কার্যাবলি, যেমন, সংগ্রহ, ক্যাটালগিং এবং সূচক করণকে সম্পদ উন্নয়ন বিভাগে রাখা হয়েছে। গ্রন্থাগার পরিষেবা হল উৎপাদ (output) কার্যাবলি। এর মধ্যে আছে বিভিন্ন সামগ্রী ধারে দেওয়া ও সহায়িকা পুস্তক পরিষেবা।

Input কাজের অধীনে কৃষিবিষয়ক সমস্ত ধরনের বিশ্বজোড়া প্রকাশিত সাহিত্য সংগ্রহ করা, সংরক্ষণ করা এবং চাহিদামতো পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া গ্রন্থাগারের কাজ। NAL-এর কম্প্যুটারভিত্তিক উৎপাদন ও পরিষেবার মধ্যে আছে AGRICOLA, সাহিত্য পরিষেবার সাম্প্রতিক সচেতনতা (Current Awareness Literature Services, CALS) ও পরিসংখ্যানভিত্তিক খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক তথ্যকেন্দ্র।

AGRICOLA (Agricultural On-line Access) যন্ত্রের দ্বারা পাঠযোগ্য একগুচ্ছ ফাইল যেখানে NAL কর্তৃক গৃহীত সব বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ (monograph) ও ধারাবাহিক তথ্যপতির ক্যাটালগিং এবং কৃষি-অর্থনীতির record documentation কেন্দ্র (AAEDC) ও খাদ্য ও পুষ্টিবিষয়ক তথ্যকেন্দ্র (Food and Nutrition Information Centre, FNIC) এর দ্বারা প্রকাশিত স্বতন্ত্র পঞ্জীয়নমূলক সূচক প্রস্তুত করা হয়।

৫.৭ জাতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান গ্রন্থাগার (NLM)

সংযুক্ত রাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ডের বেথেসডাতে অবস্থিত ভেষজ বিষয়ক জাতীয় গ্রন্থাগার একটি বিশেষ বিজ্ঞান বিষয়ের ওপর বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম গবেষণা গ্রন্থাগার। সংযুক্ত রাষ্ট্রের তিনটি জাতীয় গ্রন্থাগারের মধ্যে এটি হল একটি। ভেষজ বিষয়ে এই গ্রন্থাগারটি যোশেফ লোভেল-এর অফিসে বই-এর সংগ্রহ দিয়ে শুরু হয়েছিল, যিনি ১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত সেনাবিভাগের প্রধান শল্যচিকিৎসক ছিলেন। ১৮৪০ সালে অফিস থেকে গ্রন্থাগারের প্রথম পুস্তকসূচি প্রকাশ করা হয়। ১৮৬৫ সাল জন বিলিংস এই সংগ্রহের দায়িত্ব নেন। ১৮৮০ সালের মধ্যে গ্রন্থের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০,০০০ এবং পুস্তিকার সংখ্যা ৬০,০০০। ১৯৭৯ সালে Index-Medicus এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশ পায়। ১৯৮০ সালে প্রধান শল্যচিকিৎসকের অফিসের Index Catalogue-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ পায়। ১৮৯৫ সালে ১৬তম খণ্ড প্রকাশ পায়, এভাবে Index catalogue-এর প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়।

১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠানটির সরকারি নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় সেনা স্বাস্থ্য গ্রন্থাগার। ৩০ বছর পর প্রতিরক্ষা সচিব এর নাম পরিবর্তন করে 'সশস্ত্র বাহিনীর স্বাস্থ্য গ্রন্থাগার' রাখেন। শেষ পরিবর্তনটি হয় ১৯৫৬ সালে, যখন এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারিভাবে 'ভেষজ বিষয়ক জাতীয় গ্রন্থাগার' নামে পরিচিত হয়।

১. সংগ্রহ

এই গ্রন্থাগার ৪০টি জৈব-স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রচুর পরিমাণে গ্রন্থ এই সংগ্রহ করে থাকে এবং রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও মনস্তত্ত্বের মতো আনুষঙ্গিক সম্পর্কিত বিষয়ের ওপরও কিছু কিছু সংগ্রহ করে। তাদের সংগ্রহে ৪ মিলিয়নেরও বেশি বই, সাময়িক পত্র, প্রযুক্তিগত প্রতিবেদন, গবেষণা পত্র, পুস্তিকা, মাইক্রোফিল্ম, দর্শন শ্রবণ সামগ্রী আছে। এদের সংগ্রহে ৭০-এরও বেশি ভাষার গ্রন্থ আছে।

২. কার্যাবলি ও পরিষেবা

চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিশ্বজোড়া যে সাহিত্য পুঁথি প্রকাশিত হয়, এই গ্রন্থাগার সেসব সংগ্রহ করে পাঠকদের কাছে সহজলভ্য করে। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সবরকম নথিপত্র ভেষজ বিষয়ক জাতীয় গ্রন্থাগারের রীতি অনুযায়ী তারা শ্রেণিবিভাগ করে। অন্যান্য বিষয়ের নথি কংগ্রেসের গ্রন্থাগারের রীতি মেনে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। এই গ্রন্থাগার স্বাস্থ্য বিষয়ক সঙ্কেত (MCSH) অনুসরণ করে, যা সর্বদাই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংশোধিত হয়। MCSH-এ MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval System)-এ সংরক্ষিত Indexing ও পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা সংক্রান্ত সংবাদের বর্ণনা দেওয়া থাকে।

অন-সাইট সার্ভিস ঃ পাঠকক্ষের উদ্দেশ্য হল প্রধানত পেশাজীবী ও ছাত্রদের জন্য, যাদের কাজের ব্যাপারে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ওসব গ্রন্থের প্রয়োজন পড়ে। ওখানে একটি কম্প্যুটার পরিষেবা কেন্দ্র আছে যেখানে MEDLINE-এর মাধ্যমে অন-লাইন গ্রন্থপঞ্জির অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

সহায়িকা গ্রন্থ পরিষেবা ঃ সাতটি আঞ্চলিক স্বাস্থ্যবিষয়ক গ্রন্থাগারের একটি সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে সারা দেশ জুড়ে পরিষেবা বিষয়ক অনুরোধ রক্ষা করা যায়। ১৯৮৫ সালে DOCLINE নামে একটি স্বয়ংক্রিয় তথ্য পরিবেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

এক গ্রন্থাগার থেকে অপর গ্রন্থাগারকে ঋণ দান ঃ প্রতিবছর গ্রন্থাগার দেশ ও বিদেশের গ্রন্থাগার থেকে প্রায় ২০০,০০ আন্তর্গ্রন্থাগার ধারের অনুরোধ পেয়ে থাকে। আন্তর্গ্রন্থাগার ধারে দ্রব্য পাঠানোর জন্য একটি মূল্য আদায় করা হয়।

কম্প্যুটার চালিত গ্রন্থপঞ্জি পরিষেবা ঃ তথ্যের ব্যাপারে উত্তরোত্তর বর্ধিত চাহিদা মেটাবার জন্য এই গ্রন্থাগার সর্বপ্রথম বৃহৎ পরিসরে কম্প্যুটার নির্ভর জৈব স্বাস্থ্য সহায়িকা গ্রন্থের সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার এবং সেই সঙ্গে MEDLARS-এর উন্নয়ন ও প্রয়োগ করা শুরু করে। এই প্রকল্পটি ১৯৬৪ সাল থেকে কার্যকরী হয়েছে। উদ্ধৃতি ব্যবহার করার জন্য এটি একটি বহুমুখী ব্যবস্থা, যার মধ্যে মুদ্রিত সূচক মাসিক medicus সূচক ও তার বাৎসরিক চক্রবৃদ্ধি হার অন্তর্ভুক্ত এবং জমে থাকা উদ্ধৃতির পুনর্বিন্যাস করে বিশেষ ধরনের গ্রন্থপঞ্জির পৌনপৌনিকতাকে একত্রিত করা অথবা একগুচ্ছ SDI (Selective Dissemination of Information) পরিষেবা এবং সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ের যান্ত্রিক পূর্বানুপর অনুসন্ধান করে চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুত করাই এর উদ্দেশ্য।

আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড

গ্রন্থাগারটি ৬৭টি দেশের আনুমানিক ৫০০টির মতো গবেষণা কেন্দ্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পুস্তক বিনিময়ের চুক্তিতে আবদ্ধ। এটি আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে গ্রন্থাগার পরিষেবা দিয়ে থাকে। জাতীয় ভেষজ গ্রন্থাগার

এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংগঠনের (WHO) মধ্যে একটি বোঝাপড়া আছে যে আফ্রিকা, পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার WHO-র অন্তর্ভুক্ত উন্নয়নশীল দেশ থেকে অনুরুদ্ধ হলে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধের ফটোকপি পাঠাতে হবে। এটি ব্রাজিলের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তিগত পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করে এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে।

৫.৮ ভারতীয় অবস্থা

আধুনিক অর্থে ভারতে প্রথম গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কথা বলতে হলে ১৮৩৫ সালের কথা বলতে হয় যখন কলকাতায় প্রথম একটি সাধারণ গ্রন্থাগারের কথা চিন্তা করা হয়েছিল। কলকাতার সাধারণ গ্রন্থাগার ২৪ পরগনার মুখ্য শল্যবিদ ডক্টর এফ. পি. স্ট্রং-এর নিবাসের একতলায় ১৮৩৬খ্রি. জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এটিকে সাময়িকভাবে ১৮৪১ সালের জুলাই মাসে ফোর্ট উইলিয়ামে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮৪৪ সালে এটিকে মেটকাফ্ হলে সরিয়ে নেওয়া হয়। ১৯০২ সালে 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি অ্যাক্ট' পাশ হয়। তৎকালীন ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৩ সালে কলকাতা সাধারণ গ্রন্থাগার ও ইমপিরিয়াল সেক্রেটারিয়েট গ্রন্থাগারের প্রথম গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন ; পরে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে আসেন প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ও পণ্ডিত হরিনাথ দে। স্ট্র্যান্ড রোডে মেটকাফ্ হলে গ্রন্থাগারটি ১৯২৩ সাল পর্যন্ত ছিল, তারপর সেটিকে এস্প্ল্যানেড অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা হয়। যুদ্ধের ডামাডোলের জন্য ১৯৪২ সালে গ্রন্থাগারটিকে সাময়িকভাবে জবাকুসুম গৃহে স্থানান্তরিত করতে হয়। সংসদে পাশ করা একটি আইনের বলে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ১৯৪৮ সালে জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিণত হয়।

৫.৮.১ জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা

১৯৪৮ সালে ভারতের ভাইসরয়ের শীতকালীন নিবাসস্থল বেলভেডিয়ার রোডের বর্তমান স্থানে জাতীয় গ্রন্থাগারটি উঠে আসে। ভারত সংবিধান গৃহীত হবার সময় জাতীয় গ্রন্থাগারকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা করা হয়। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থাকা শ্রী বি.এস. কেশভন এর প্রথম গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ সালে তদানিন্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জাতির উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারটি উন্মুক্ত করে দেবার কথা ঘোষণা করেন।

বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেলভেডিয়ারের গৃহটি জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য সংকীর্ণ বলে বিবেচিত হয়। একটি ৯তলা পরিপূরক অট্টালিকায় তৈরি সমাপ্ত হয় ১৯৬৬ সালে। অপর একটি তিনতলা বাড়ি বা প্রশাসন ভবন তৈরি হয় ১৯৮৯ সালে, অপর এক বহুতল বিশিষ্ট বিশাল 'ভাষা ভবন' জনগণের জন্য অল্পদিনের মধ্যেই খুলে দেওয়া হবে। গ্রন্থাগার ভবন কমপ্লেক্সে একটি রসায়ন গবেষণা ভবন আছে।

গ্রন্থাগারের মূল কেন্দ্র থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে একটি পাঠকক্ষ আছে, এসপ্লানেড পাঠকক্ষ।

১. উদ্দেশ্য ও মূল্য বৈশিষ্ট্য

ভারতে প্রকাশিত, ভারতীয় লেখকদের দ্বারা প্রণীত, ভারত সম্বন্ধীয় বিদেশিদের দ্বারা লিখিত এবং যেখানে যে ভাষাতেই লেখা হোক না কেন সব ধরনের পড়ার মতো বই ও সংবাদ উপকরণের স্থায়ী সঞ্চয় কেন্দ্র হল জাতীয় গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারে ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকের ভালো সংগ্রহ আছে। এছাড়া এই গ্রন্থাগারে অ্যারাবিক, পার্শিয়ান, সংস্কৃত ও তামিল পাণ্ডুলিপি ও দুর্লভ গ্রন্থের ভালো সংগ্রহ আছে।

সূচনা থেকেই এই গ্রন্থাগারের দক্ষ পরিচালনার কথা মাথায় রেখে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। ১৯৬৯ সালে শ্রী ভি. এস. ঝা-এর সভাপতিত্বে গঠিত পর্যালোচনা কমিটির বিস্তারিত ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনটি খুবই প্রণিধানযোগ্য। এই প্রতিবেদনটিকে সরকারও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। এই কমিটির প্রতিবেদনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি জাতীয় গ্রন্থাগার এখনও অনুসরণ করে থাকে ঃ

(i) দেশে প্রণীত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়ে, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা ;

(ii) এদেশ সম্বন্ধে যাবতীয় মুদ্রিত বিষয়বস্তু, সেখানেই প্রকাশিত হোক না কেন, এবং এসব উপাদান ফটোগ্রাফিক নথি, যেগুলো এদেশে পাওয়া যায় না, সেসব সংগ্রহ করা ;

(iii) জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সব পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা ;

(iv) দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় নির্বাচিত বিদেশি উপাদান সংগ্রহ করা ;

(v) সাধারণ ও বিশেষ বিষয়ের পূর্বাপর পঞ্জীয়ন ও ডকুমেন্টেশন পরিষেবা পরিচালনা করা ;

(vi) গ্রন্থপঞ্জি বিষয়ক কাজের উৎসের পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞানের পরামর্শদান কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা ;

(vii) ফটোকপি ও পুনর্মুদ্রণ পরিষেবার সুবিধা থাকা ;

(viii) আন্তর্জাতিক পুস্তক বিনিময় ও আন্তর্জাতিক পুস্তক ঋণ ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা।

২. প্রশাসনিক ও কার্যনিবাহী পরিকাঠামো

জাতীয় গ্রন্থাগার নতুন দিল্লির ভারত সরকারের পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে কাজ করে থাকে। ডিরেক্টর হলেন তার অধীনস্ত দুইটি পেশাগত গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রসহ সামগ্রিকভাবে জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রধান। গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের ৫ জন অধিকর্তা এবং ৪০ জন গ্রন্থাগার আধিকারিকেরা এবং প্রশাসনের ব্যাপারে একজন জ্যেষ্ঠ প্রশানিক আধিকারিক ও দুজন প্রশাসনিক আধিকারিক তাকে সহায়তা করে থাকে।

জাতীয় গ্রন্থাগার পরিকাঠামোর মধ্যে আছে (ক) পেশাগত বিভাগ, (খ) সংরক্ষণ বিভাগ ও (গ) প্রশাসন বিভাগ। পেশাগত বিভাগ সংগ্রহ, বিন্যাস, পাঠের বিষয়সমূহ সংরক্ষণ ও পাঠকদের পরিষেবা দিয়ে থাকে। সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, গবেষণা বিভাগ, গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দের বিষয়, গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা, উদ্যান ইত্যাদি বিষয় সংরক্ষণ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগগুলি এমনভাবে পরিকল্পিত ও সংগঠিত হয়েছে যাতে তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় এবং পাঠকদের প্রতি পরিষেবাকে আরও উন্নত করা যায়।

৩. সংগ্রহ

জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রায় ২০ লক্ষ গ্রন্থ, ১৭,৬৭০ চলতি সাময়িক পত্র, ৯০৫টি সংবাদপত্র ও অন্যান্য উপাদানের সংগ্রহ আছে।

এসব সংগ্রহের উৎস হল ঃ

(i) Delivery of Book Act 1954 (Public)-এর মাধ্যমে বই সংগৃহীত হয়। ১৯৫৬ সালে এই আইনটি সংশোধিত হয়ে সাময়িক পত্রকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ;

(ii) নিম্নলিখিত ধরনের প্রকাশনগুলি ক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়—ভারতের ওপর প্রকাশিত বই ও

সাময়িকপত্র, যে-কোনো ভাষায় ও বিশ্বের যেখানেই প্রকাশিত হোক না কেন ; ১৯৫৪ সালের পূর্বে ভারতে প্রকাশিত, যেগুলি গ্রন্থাগারে নেই সেসব বই ; ভারতীয় লেখকদের দ্বারা লিখিত ও বিদেশে প্রকাশিত বই ; নোবেল প্রাইজ পাওয়া লেখকদের গ্রন্থ ; আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে প্রকাশিত উচ্চমান বিশিষ্ট গ্রন্থ, সমস্ত বিষয় বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে নির্বাচিত সাম্প্রতিক গ্রন্থ ; ফ্রেঞ্চ, জার্মান, রাশিয়া ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত সাম্প্রতিক উচ্চমান বিশিষ্ট গ্রন্থ ; মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিচে, CDS, প্রয়োজনভিত্তিক দুর্লভ ও অপ্রাপ্য গ্রন্থের ফটোকপি, বিশ্বের বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী।

(iii) উপহার ঃ গ্রন্থাগার সংগ্রহের তালিকার একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক হল বিগত ৬০ বছর ধরে পাওয়া বিশিষ্ট উপহার সামগ্রী। এর প্রথমটি হল স্যার আশুতোষ মুখার্জীর ব্যক্তিগত সংগ্রহের ৮৬,০০০ খণ্ড গ্রন্থ। এছাড়া গ্রন্থাগারের সংগ্রহ গড়ে তুলতে অনেকে এগিয়ে এসেছিলেন যেমন, রামদাস সেন সংগ্রহ (১৯৫০), সাপ্রু পেপার্স (১৯৫২), ডক্টর বারিদ বরণ মুখার্জী সংগ্রহ (১৯৫৩), স্যার যদুনাথ সরকার সংগ্রহ (১৯৫৯), ডক্টর এস. এন. সেন সংগ্রহ (১৯৬০), অধ্যাপক ভাইয়াপুরি পিল্লাই সংগ্রহ (১৯৬০), অধ্যাপক সি. এন. চক্রবর্তী সংগ্রহ (১৯৮৭), অধ্যাপক সুমিত বোস সংগ্রহ (১৯৯৮), ডক্টর প্রণব ঘোষ সংগ্রহ (১৯৯৯), অধ্যাপক মানস রায় সংগ্রহ (২০০১) এবং অধ্যাপক প্রতাপ মুখার্জী সংগ্রহ (২০০১)।

(vi) বিনিময় ঃ ক্রয় করা ও উপহার ছাড়াও জাতীয় গ্রন্থাগার বিনিময় হিসাবে কিছু গ্রন্থ পেয়ে থাকে। ৯০টি দেশের ২১৯টিরও বেশি গ্রন্থাগারের সঙ্গে এর বই বিনিময় সম্পর্ক আছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে এই গ্রন্থাগার বিদেশি তথ্যপতি সংগ্রহে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

(v) সঞ্চয়ের সুবিধা ঃ রাষ্ট্রসংঘ ও তার শাখা সংগঠনের তথ্যপাতির সংগ্রাহক হিসাবে এই গ্রন্থাগারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রকাশিত গ্রন্থের বিপুল সম্ভার আছে। কতকগুলি সরকার ও প্রতিষ্ঠানের প্রকাশন ছাড়াও ভারত সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির ফলে আমেরিকা ও কানাডা সরকার এবং ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংগঠন-এর প্রকাশিত তথ্যপাতি জাতীয় গ্রন্থাগারের সংরক্ষিত আছে।

৪. Processing ঃ বিন্যাসের ব্যাপারে গ্রন্থাগার Anglo-American ক্যাটালগিং পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে (AACR-1-1967 & AACR-11-1978) বিবরণমূলক ক্যাটালগিং-এর জন্য, কংগ্রেসের গ্রন্থাগারে বিষয় শিরোনাম (13th ed), বিষয় নির্বাচন অনুশীলনীর জন্য, 16th-19th editions of Dewey Schemes for classifying, কাটার-এর তিন সংখ্যা বিশিষ্ট লেখক সারণি, লেখকের চিহ্নিতকরণ করার জন্য এবং ক্যাটালগ entry card পূরণ করার জন্য ৩টি ALA filling rules মেনে চলা হয়।

৫. পাঠক পরিষেবা ঃ প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০০০ পাঠক গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করতে আসেন। এছাড়া এই গ্রন্থাগারের একটি Lending বিভাগ আছে যার মাধ্যমে বিশেষ শ্রেণির বই পাঠক সাধারণকে ধারে দেওয়া হয় (বিশেষ করে যেগুলি in print বলে উল্লিখিত), এছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থাগার/প্রতিষ্ঠান/সরকারি কার্যালয়—আন্তর্গ্রন্থালয়ে সরকারিভাবে ধার হিসাবে বই দেওয়া হয়। জাতীয় গ্রন্থাগার আন্তর্জাতিক ধারকেন্দ্র হিসাবেও কাজ করে।

জাতীয় গ্রন্থাগারের দুইটি 'বিবলিওগ্রাফির' বিভাগ আছে। গ্রন্থপঞ্জি (সাধারণ) বিভাগ, যা বিভিন্ন বিষয়ের নির্দিষ্ট গ্রন্থপঞ্জির বিষয়ে ব্যক্তি পাঠক/প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। এই বিভাগ আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিমতো বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে সারা বিশ্বে পরিষেবা দেবার উদ্দেশ্যে ইউনেস্কোর সূচকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গ্রন্থপঞ্জি বিষয়ক সংবাদ পাঠিয়ে থাকে। গ্রন্থপঞ্জি (বিশেষ) বিভাগে ভারতবিদ্যা বিষয়ে বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জি গ্রন্থনা, সম্পাদনা ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করে থাকে। এই বিভাগ দু'টি সাময়িক পত্রেরও সূচক তৈরি করে।

যেসব ব্যক্তি স্বশরীরে উপস্থিত হন, অথবা চিঠিপত্র বা টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন, তারাও গ্রন্থাগার সহায়িকা গ্রন্থের পরিষেবা পেয়ে থাকেন। সাধারণ জিজ্ঞাসার বাইরেও গ্রন্থাগারে উপস্থিত হওয়া দেশি ও বিদেশি পাঠকদের সব ধরনের গ্রন্থ বিষয়ে ব্যক্তিগত সহায়তা দেওয়া হয়।

৬. রিপ্রোগ্রাফিক সার্ভিস ঃ

গ্রন্থাগারে উপস্থিত গবেষণা পত্র, সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ, মাইক্রোফিল্ম, জেরক্স/ইলেকট্রো ফ্যাক্স তৈরি করে নামমাত্র মূল্যে গবেষক ও পড়ুয়াদের সরবরাহ করা হয়।

৭. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও প্রকল্প ঃ

জাতীয় গ্রন্থাগার ভারতে পাঠ্যসামগ্রী পঞ্জীয়ন জাতীয় নিয়ন্ত্রণের জন্য দুইটি প্রকল্পের পরিকল্পনা করেছে। উন্নয়নের জন্য গ্রন্থাগারটি নিচের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেছে ঃ

(i) **গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ পরিকল্পনা ঃ** গ্রন্থাগার পরিষেবা ও তথ্য প্রকল্পের আধুনিকীকরণের জন্য ৭ম পরিকল্পনাকালে (১৯৮৫-৯০) একটি মিনি কম্প্যুটার HP 3000/37 MICROXE তার সঙ্গে MINISIS সফটওয়ার প্যাকেজ ডিসেম্বর ১৯৮৭-তে বসানো হয়। এই কেন্দ্রটিকে ১৯৯০ সালে গ্রাফিক ও ভারতীয় বর্ণলিপি টারমিনাল, CDS/ISIS database, PASCAL প্রকল্প ইত্যাদি সহযোগে যুগোপযোগী করা হয়।

গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কাজ পরিচালনার জন্য ধাপে ধাপে একটি পুস্তক ঋণ (Loan) এলাকার জাল বিস্তার করা হয়। এই কেন্দ্রটি দুর্লভ ও বিচ্ছিন্ন তথ্য সংগ্রহ, বাছাই ও সুনির্দিষ্ট ডিস্ক-এ গ্রথিত করা, বিভিন্ন উৎস থেকে আসা পরিসংখ্যান বিচার করার পরও পাঠকদের পরিষেবা দিয়ে থাকে। গ্রন্থাগারটি একটি জাতীয় গ্রন্থাগার ওয়েবসাইট পরিচালনা করে যেটি ২০০২ সালের ২২ জানুয়ারি প্রথম প্রবর্তন করা হয়েছিল।

আধুনিকীকরণ কর্মসূচিতে পূর্বানুপর ২.৫ মিলিয়নেরও বেশি জীবনীমূলক সংগ্রহ, যেগুলি রোমান হরফে মুদ্রিত ও কার্ড ক্যাটালগের মাধ্যমে পাওয়া গেছে, তার জন্য ইউনিভার্সাল মেসিন রিডেবল ক্যাটালগিং ফরম্যাট (UNIMARC) অত্যন্ত জরুরি, MARC 21 records তৈরি করার জন্য পূর্বানুপর রূপান্তরের (restropective conversion) জন্য প্রশিক্ষিত দক্ষতার প্রয়োজন। পূর্বানুপর রূপান্তরের দায়িত্ব বহিরাগত এজেন্সিকে দেওয়া হয়েছে।

৫.৮.২. জাতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান গ্রন্থাগার

১৯৬৬, ৭ এপ্রিল ভারত সরকার নতুন দিল্লিস্থিত ভারতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার ডিরেক্টর জেনারেলের পূর্বতন গ্রন্থাগারটিকে জাতীয় গ্রন্থাগার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ছিল ঃ

চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয়ে সব ভাষায় ও সমস্ত বিভাগের জন্য ভারত ও বিশ্বের ভারত সব প্রান্ত থেকে স্বাস্থ্য বিষয়ক পুস্তক সংগ্রহ ও একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে তোলা ;

বিশেষ করে আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য ধরনের দেশজ ওষুধের বিষয়ে পাণ্ডুলিপি সাহিত্য সংগ্রহ করা ;

এদেশের আমানত গ্রন্থাগার হিসাবে কাজ করা ;

সাময়িকপত্র, পাণ্ডুলিপি, দুর্লভ গ্রন্থ এবং এধরনের আরও সব সামগ্রীর জন্য একটি জাতীয় ক্যাটালগ প্রস্তুত করা ;

সক্রিয়ভাবে আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সহযোগিতা গড়ে তোলা ;

সূচক, সারসংক্ষেপ এবং হোল্ডিং ক্যাটালগের মাধ্যমে গ্রন্থপঞ্জি বিষয়ক পরিষেবা গড়ে তোলা ;

রিপ্রোগ্রাফিক ও অনুবাদ পরিষেবা সহজলভ্য করা ;

স্থানীয়, রাজ্য, আঞ্চলিক ও জাতীয় গ্রন্থাগারের আন্তর্জালের মাধ্যমে একটি কার্যকরী স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গ্রন্থাগার বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

এসব লক্ষ্যপূরণের জন্য গ্রন্থাগারটি ১৯৫৯ সাল থেকে বছরে দু'বার ভারতের স্বাস্থ্য বিষয়ক সাময়িক পত্রের সূচক প্রকাশ করে থাকে।

এটি ভারতীয় গ্রন্থাগারসমূহে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পত্রিকার একটি কেন্দ্রীয় ক্যাটালগও প্রস্তুত করেছে। প্রতি ৫ বছর অন্তর সেটি পরিমার্জন করা হয়। ১৯৬৯ সালে বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রতিবেদন সংগ্রহের একটি মুদ্রিত ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। ভারতীয় স্বাস্থ্য বিষয়ক সাময়িক পত্র সাহিত্যের একটি পূর্বানুপর সূচক তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

একটি সাম্প্রতিক মাসিক সচেতনতার সমাচার দর্পণ প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে। রিপ্রোগ্রাফিক সুবিধার প্রসার ঘটানো হয়েছে যাতে প্রয়োজনমতো তথ্যপাতির প্রতিলিপির জোগান দেওয়া যায়।

৫.৮.৩ জাতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার

ভারত বৈজ্ঞানিক তথ্যকেন্দ্রের (INSDOC) অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ১৯৬৪ সালে জাতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগারের কথা প্রথম ভাবা হয়েছিল। ১৯৭১ সালে ভারত সরকার যখন ইউনেস্কোর বিশেষজ্ঞ ডক্টর পিটার লেজারের কাছ থেকে বিজ্ঞান সমাচার ব্যবস্থার বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন, এদেশে একটি জাতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার গড়ে তোলার জন্য ২০ মিলিয়নের অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

নিজের উদ্যোগ এবং এদেশের অন্যান্য বিজ্ঞান গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় বিশাল সংগ্রহ গড়ে তুলে জাতীয় সংগ্রহ ব্যবস্থার ঘাটতিপূরণ করা এই গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ছিল। ভারতে প্রকাশিত বিশিষ্ট বিজ্ঞানগ্রন্থের অন্তত এক কপি সংগ্রহ করা তাদের পরিকল্পনা। সাময়িক পত্রপত্রিকা ও ক্ষুদে নথিপত্র সংগ্রহ করতেও এদের আগ্রহ।

এই গ্রন্থাগারের কাজের মধ্যে আছে, উপাদানসমূহের কেন্দ্রীয় সংগ্রহালয় গড়ে তোলা যাতে জাতীয় ভিত্তিতে ডকুমেন্টশন ও তথ্য পরিষেবা অব্যাহত রাখা যায়, দেশের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রাসঙ্গিক নথিপত্র সংগ্রহ করে শূন্যস্থান পূরণ করা, সমবায় ভিত্তিতে সংগ্রহ কর্মসূচি সূচনা করা এবং জাতীয় সংহতি ক্যাটালগের মাধ্যমে সবকিছু সুসংবদ্ধ করা ; পুরনো পাক্ষিক পত্রিকাগুলির সংগ্রহালয় হিসাবে ভূমিকা পালন করা।

বর্তমানে এটি National Institute of Science Communication and Information Resources (NISCAIR)-এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। INSDOC এবং National Institute of Science Communication (NISCOM) মিলে গিয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০২ সালে NISCAIR গঠিত হয়েছে।

NSL বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সব পাক্ষিকের গ্রাহক এবং সেখানে ১,৮০,০০০-এরও বেশি বাঁধানো খণ্ড ও পাক্ষিকের সংগ্রহ আছে। NSL-এর একটি ইলেকট্রন গ্রন্থাগার বিভাগও আছে এবং সেখানে ৫০০০-এর বেশি বিদেশি জার্নাল, কনফারেন্স প্রসিডিংস্ ইত্যাদি অনেক সংখ্যক ডাটা-বেসের মধ্যে CA, CAB, SCI ও কারেন্ট কনটেন্ট আছে।

৫.৮.৪ অন্যান্য গ্রন্থাগার

অন্ধ ও বিকলাঙ্গদের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার আছে দেরাদুনে। পাটনায় যুদাবক্স ও ওরিয়েন্টাল গ্রন্থাগার এবং সরস্বতী মহল পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগারকে সরকার জাতীয় গ্রন্থাগার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভারতীয় কৃষি গবেষণা

পর্ষদের গ্রন্থাগারকে (IARI) জাতীয় গ্রন্থাগার হিসাবে গণ্য করার একটি প্রস্তাব ছিল। যদিও জাতীয় কৃষি গ্রন্থাগারের বীজ বপন করা হয়েছে, তবু এখনও এর শুরু হতে অল্প সময় বাকি আছে।

৫.৯ উপসংহার

ওপরের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধরনের জাতীয় গ্রন্থাগার তৈরির প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতীয় গ্রন্থাগারকে বিভক্ত করে স্বাস্থ্য, কৃষি, বিজ্ঞান ও সরকারি বিভাগে উন্নত প্রযুক্তির পরিষেবা ও সময়ের ভিন্ন মাত্রায় সেবা দেবার জন্য পৃথক পৃথক গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হচ্ছে। এর উদাহরণ হল গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত। কোনো কোনো জাতীয় গ্রন্থাগার শুরুতেই বিশাল আকার ধারণ করেছে। কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা গঠিত হয়েছিল এবং বর্তমানেও এইরকম কাজ করে যাচ্ছে। অপর কতকগুলি গ্রন্থাগার বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ দান হিসাবে পেয়ে গিয়েছিল। অপর কিছু গ্রন্থাগার তাদের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির ফলে এবং বিশাল পরিমাণে সহযোগিতা লাভের ফলে ধীরে ধীরে বর্তমানের অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এদের সবকটি গ্রন্থাগারই জাতীয় জীবনের মূল স্রোতের অংশীদার হয়ে উঠতে পেরেছে।

৫.১০ অনুশীলনী

১. ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার গঠনের তিনটি স্তরের বিষয় আলোচনা করুন।
২. ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের জাতীয় গ্রন্থাগারের বিষয়ে আলোকপাত করুন।
৩. কংগ্রেসের গ্রন্থাগারের কার্যাবলির বিষয়ে আলোচনা করুন।
৪. ব্রিটিশ গ্রন্থাগারের বিবলিওগ্রাফিকাল পরিষেবা বিভাগের কাজের বর্ণনা দিন।

৫.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১. Goodrum, Charles & Dalrymple, H.W. : The Library of Congress, 1982.
২. Line, M.B. : National Libraries, Aslib, 1978.
৩. Majumdar, Uma : India's National Library, 1987.
৪. Wedgeworth, R. Ed. : ALA World Encyclopedia of Library and Information Services : 2nd ed. Chicago, ALA, 1986.